Contents

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

মুনাফিকী

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৫৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

النفاق

تأليف: محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
রবীউল আউয়াল ১৪৩৭ হি.
পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারী ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

MUNAFIQI by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়াদ, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত 'অন্তরের আমল সমূহ' (سلسلة أعمال القلوب) সিরিজের ২নং পুস্তক النفـــاق -এর বঙ্গানুবাদ সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ ধারাবাহিকভাবে *(জানুয়ারী-মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকে সম্মানিত লেখক মুনাফিকীর পরিচয়, প্রকারভেদ, সালাফে ছালেহীনের নিফাকের ভয়, মুনাফিকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং এ থেকে বাঁচার উপায় অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুনাফিকী মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট স্বভাব। এটি মনের রোগ। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা, আমানতের খেয়ানত, মিথ্যা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের মত মারাত্মক দোষে দুষ্ট থাকে। বর্তমান সমাজকে যে ব্যাধিগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে। বাহিক্যভাবে মুনাফিক নিজেকে সৎ হিসাবে যাহির করলেও তার ভিতরে বিরাজ করে এক ঘৃণ্য মানসিকতা। ফলে তার সৎ আমলগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হয় তার ঠিকানা *(নিসা ৪/১৪৫)*। এজন্য সালাফে ছালেহীন মুনাফিকী থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। কুরআন মজীদে মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। এমনকি 'আল-মুনাফিকূন' নামে একটি সূরা পর্যন্ত নাযিল হয়েছে। ওহোদ যুদ্ধে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় রচনা করেছে। সেজন্য মুনাফিকী সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আশা করি এ বইটি সে অভাব পূর্ণ করবে এবং এ ঘৃণ্য স্বভাব থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করবে।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মুনাফিকীর স্বরূপ অবগত হয়ে মানুষ তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের প্রভু মহান আল্লাহ্‌র জন্য। অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর।

মুনাফিকী একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানুষের মনকে কলুষিত করার যত রকম ব্যাধি আছে তন্মধ্যে মুনাফিকী অন্যতম বড় ব্যাধি। মানুষ স্বেচ্ছায় মুনাফিক হয়ে যায় না। বরং তার অজান্তেই এ ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ আমলী (কর্মগত) নিফাকের বেলায় একথা খুবই প্রযোজ্য। এর মানে এই নয় যে, মানুষ এর মুকাবিলা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এবং নিজেকে এথেকে রক্ষা না করে যে এ বিষয়টাকে হেয় জ্ঞান করে তার ভুল ধরবে। কেননা মুনাফিকী মানুষের সব সৎ ও ভাল গুণ ছিনিয়ে নেয়। তাকে সৎ আমল সমূহ থেকে বঞ্চিত করে এবং উন্নত মূল্যবোধগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এক পর্যায়ে তাকে সমাজে পরিত্যক্ত ও পরাভূত মানুষে পরিণত করে। এজন্যই কুরআন মাজীদের একাধিক সূরায় মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচিত করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা এই গ্রন্থে মুনাফিকীর পরিচয়, প্রকারভেদ, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এবং তা থেকে বাঁচার উপায় আলোচনা করব। এই গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশের প্রতিটি পর্যায়ে যারা যারা অংশ নিয়েছেন, আমি তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আল্লাহ যেন অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।

মুনাফিকীর পরিচয়

নিফাকের আভিধানিক অর্থ :

আরবী ভাষায় ن (নূন), ف (ফা) ও ق (ক্বাফ) বর্ণ তিনটি দ্বারা গঠিত শব্দের দু'টি উচ্চারণ রয়েছে- نَفَقَ ও نَفِقَ তন্মধ্যে একটির অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিদূরিত হওয়া এবং অন্যটির অর্থ কোন জিনিস গোপন করা, উপেক্ষা করা। শব্দটি اَلنَّفَقُ থেকে নির্গত। এ শব্দটির অর্থ মাটির মধ্যস্থিত গর্ত বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। মুনাফিককে এজন্য মুনাফিক বলা হয় যে, সে তার কুফরী বিশ্বাসকে মনের মাঝে লুকিয়ে রাখে।[১] যদিও মুনাফিকীর বিষয়টি আরবী ভাষায় সুবিদিত, তবুও আরবরা শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করেনি।

শরী'আতের পরিভাষায় মুনাফিকী :

ভালকে প্রকাশ করা এবং মন্দকে গোপন রাখার নাম মুনাফিকী। ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুনাফিক সেই, যার কথা তার কাজের, গোপনীয়তা প্রকাশ্যতার, ভেতর বাহিরের এবং বাহ্যিকতা অদৃশ্যমানতার বিপরীত।[২]

মুনাফিকীর প্রকারভেদ :

মুনাফিকী বড় ও ছোট দু'ভাগে বিভক্ত। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, 'কুফরের মতই মুনাফিকীর স্তরভেদ আছে। এজন্য অনেক সময় বলা হয়, এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং এমন কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না। অনুরূপ বড় মুনাফিকী (نفاق أكبر) ও ছোট মুনাফিকী (نفاق أصغر)।[৩]

---

১. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১০/৩৫৭; ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৪৫৫। [বাংলা ভাষায় 'মুনাফিক' শব্দটির অর্থ কপট, ভণ্ড, দ্বিমুখী নীতি বিশিষ্ট, শঠ, প্রবঞ্চক, সত্য গোপনকারী ইত্যাদি এবং মুনাফিকী অর্থ প্রতারণা, শঠতা, কপটাচার, ভণ্ডামি ইত্যাদি (বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃঃ ৯৯২)।-অনুবাদক]

২. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৭৬।

৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৫২৪।

১. বিশ্বাসগত মুনাফিকী (বড় মুনাফিকী) : যে ব্যক্তি বাইরে নিজের ঈমান ও ইসলাম যাহির করে কিন্তু নিজের মনের মাঝে কুফরী লালন করে, সে আক্বীদাগত মুনাফিক। এ ধরনের মুনাফিকী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল। এদেরই নিন্দায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং এদেরকে কুরআন কাফির বলেও ঘোষণা দিয়েছে। কুরআনের বার্তা অনুযায়ী এরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে বসবাস করবে। ইবনু রজব বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী, তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি ঈমানের কথা যে মুখে প্রকাশ করে কিন্তু এর সবগুলো কিংবা অংশবিশেষকে অন্তরে অবিশ্বাস করে সে বড় মুনাফিক।[৪] ফক্বীহ বা মুসলিম আইনজ্ঞরা কখনো কখনো মুনাফিক-এর ক্ষেত্রে 'যিনদীক' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'এক শ্রেণীর যিনদীক আছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও রাসূলগণের অনুসরণের কথা প্রকাশ করে এবং মনের মাঝে কুফর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি শত্রুতা লুকিয়ে রাখে। এরাই মূলতঃ মুনাফিক এবং এদেরই আবাসস্থল হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে'।[৫]

২. আমল বা কর্মগত মুনাফিকী (ছোট মুনাফিকী) :

ধর্মীয় কাজগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়মমাফিক পালন না করা, তবে জনসমক্ষে সেগুলো যথাযথ পালন করার নাম আমল বা কর্মগত মুনাফিকী। এক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও অন্যান্য আক্বীদা-বিশ্বাসে কোন ঘাটতি থাকবে না। ইবনু রজব বলেছেন, ছোট মুনাফিকী (النفاق الأصغر) হ'ল আমলে মুনাফিকী। যখন মানুষ প্রকাশ্যে নেক আমল করে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তার উল্টো কাজ করে তখন তা ছোট মুনাফিকী বলে গণ্য হয়।[৬]

আমলকেন্দ্রিক এই ছোট মুনাফিকী মূল ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও মুসলিমের মনে বাসা বাঁধতে পারে। যদিও সেটা কবীরা বা বড় গুনাহ। কিন্তু বড় মুনাফিকী সর্বতোভাবে ঈমানের পরিপন্থী। একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বড় মুনাফিকী তাতে যুক্ত হ'তে পারে না। তবে ছোট মুনাফিকী যখন অন্তরে শিকড় গেড়ে বসে এবং পূর্ণতা

---

৪. ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, তরীকুল হিজরাতায়ন, পৃঃ ৫৯৫।

৬. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

Contents

লাভ করে, তখন সময় বিশেষে তা ঐ মুনাফিককে বড় মুনাফিকীর দিকে ধাবিত করে এবং দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দেয়।

আমলগত মুনাফিক জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে না। সে বরং অন্য সকল কবীরা গুনাহগারদের কাতারভুক্ত। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, আর চাইলে তার পাপের কারণে শাস্তি দিয়ে পরিশেষে জান্নাতের অধিবাসী করবেন।

মৌলিক ও অমৌলিক মুনাফিকী :

যে লোক আদি থেকেই কোনদিন ছহীহ-শুদ্ধ, খাঁটি ইসলামে বিশ্বাসী নয় মূলতঃ সেই মূল থেকে মুনাফিক। জাগতিক কোন স্বার্থের টানে এমন লোকেরা ইসলামের সঙ্গে সম্বন্ধ যাহির করে বটে, অথচ তারা মন থেকে ইসলামকে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা তাদের ইসলাম ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই মুনাফিক। তারপর সেই মুনাফিকীর উপর তারা চলছেই। এটা মৌলিক মুনাফিকী।

আবার কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারভাবেই অন্তর থেকে ইসলামের ঘোষণা দেয়। তারপর তাদের মনে সন্দেহ ও শঠতা ভর করে। অতঃপর বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের সত্যতার পরীক্ষা নেন। তখন তারা ইসলামের দাবী রক্ষা করতে না পেরে ভেতর থেকে ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হ'তে পারে কিংবা মুসলিম নাম বহাল থাকায় জাগতিক যেসব সুযোগ-সুবিধা সে পাচ্ছে তা খোয়াতে হবে অথবা তাকে নিন্দা শুনতে হবে এবং সমাজে তার যে অবস্থান আছে তা তাকে হারাতে হবে, এরকম আরো অনেক উপভোগ্য ও লোভনীয় বিষয়ের কথা চিন্তা করে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে ভয় পায়। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কাফির মুরতাদ হয়ে গেছে। এটাই অমৌলিক মুনাফিকী।

মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয় :

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাঁদের পরবর্তী আমলের নেককার লোকেরা মুনাফিকীকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। এমনকি আবুদ্দারদা (রাঃ) ছালাতে তাশাহহুদ শেষে মুনাফিকী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশী বেশী করে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাইতেন। একবার তো এক ব্যক্তি তাঁকে বলেই

বসল, وَمَا لَكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتَ وَالنِّفَاقَ؟ হে আবুদ্দারদা! মুনাফিকী নিয়ে আপনি এত বিচলিত বোধ করেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, دَعنَا عَنْكَ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقْلَبُ عَنْ دِيْنِه فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، فَيُخلَعُ مِنْهُ 'আমাদের কথা ছাড়। আল্লাহ্‌র কসম! মানুষ এক মুহূর্তে তার দ্বীন বদলে ফেলতে পারে! তখন তার নিকট থেকে দ্বীন ছিনিয়ে নেয়া হয়'।[৭]

عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِىِّ قَالَ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صـــ قَالَ - لَقِيَنِى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صـــ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صـــ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا ذَاكَ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْىَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً- ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-

হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, হানযালা কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আরে তুমি বলছ কি? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থাকি আর তিনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয়

৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৮২, যাহাবী, সনদ ছহীহ।

আমরা যেন সেগুলো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে চলে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমারও তো এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) ও আমি রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ), হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটা কীভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি এবং আপনি আমাদের নিকট জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা ওগুলো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। অথচ যখন আপনার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি তখন তার অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমরা যদি আমার নিকট থাকাকালীন অবস্থায় এবং সর্বদা যিকিররত থাকতে পারতে, তাহ'লে তোমাদের ঘরে-বাইরে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুছাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হে হানযালা! সময় সময় অবস্থার হেরফের ঘটে। একথা তিনি তিনবার বললেন'।[৮]

'হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে' (نافق حنظلة) কথাটির অর্থ তাঁর এ শঙ্কা মনে জাগছে যে, তিনি মুনাফিক। কারণ তিনি যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর মজলিসে থাকেন তখন তাঁর মনে এক প্রকার ভয় কাজ করে। এর প্রভাব স্বরূপ আখিরাতের প্রতি তাঁর ধ্যান-ধারণা ও মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার পর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও জীবন-জীবিকার মাঝে মশগূল হয়ে পড়লে তাঁর এ ভাবনা অনেকাংশে লঘু হয়ে পড়ে। তাই তাঁর চিন্তা হয়- তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন বলেই এমন হয় কি-না। কিন্তু মুনাফিকী তো মূলতঃ দুরভিসন্ধি মনের মাঝে গোপন রেখে তার উল্টোটা প্রকাশ করা। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাঁদের জানিয়ে দিলেন, এরূপ অবস্থা তৈরী হওয়া কোন মুনাফিকী নয় এবং এরূপ মানসিক অবস্থায় সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকার জন্যও তারা বাধ্য নন। 'সময় সময়' (ساعة ساعة) অর্থ

৮. মুসলিম হা/২৭৫০; মিশকাত হা/২২৬৮।

এক সময়ে অবস্থা উন্নত হ'তে পারে এবং অন্য সময়ে তার অবনতি ঘটতে পারে অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে।[৯]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি জানাযায় হাযির হওয়ার জন্য ওমর (রাঃ)-কে ডাকা হয়। তিনি তাতে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমি তখন তাঁকে আঁকড়ে ধরে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি বসুন। কেননা এই মৃত লোকটা ওদের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি কি তাদের একজন? আমি বললাম, না। অবশ্য আপনার জীবনাবসানের পর আমি আর কাউকে নির্দোষ আখ্যায়িত করব না।[১০]

ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর ত্রিশজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁদের প্রত্যেকেই নিজের মাঝে মুনাফিকী থাকার ভয় করতেন। তাঁরা কেউই বলতেন না, আমার ঈমান জিবরীল ও মিকাঈলের তুল্য'।[১১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! এই ছাহাবীদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকীনে একদম পরিপূর্ণ ছিল। অথচ তাঁরা কঠিনভাবে মুনাফিকীর ভয় করতেন। মুনাফিকী নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে এসে অনেককে দেখুন, ঈমান তাদের কণ্ঠদেশও অতিক্রম করেনি অথচ তাদের ঈমান জিবরীল মিকাইলের সমতুল্য বলে তারা দাবী করে।[১২]

ছাহাবীগণ তাঁদের মুনাফিকী দ্বারা ঈমানের পরিপন্থী যে মুনাফিকী তা বুঝাননি। বরং মূল ঈমানের সঙ্গে যে মুনাফিকী যুক্ত হয় তাই বুঝিয়েছেন।[১৩]

---

৯. নববী, শারহু মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭।

১০. ইবনু আবী শায়বা ৮/৬৩৭; আল-হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/৪২ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থে বলেছেন, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (رجاله ثقات)। শু'আইব আরনাউত একে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৬৬৩, ৬/৩০৭ পৃঃ।

১১. বুখারী ১/৯৩, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৬।

১২. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৮।

১৩. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/১৭২।

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র :

কুরআন ও সুন্নাহ্র বিভিন্ন স্থানে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র বা দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে তাদের থেকে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি মুনাফিকদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্র একটি সূরাই (মুনাফিকূন) নাযিল করেছেন। নিম্নে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল।-

১. ব্যাধিগ্রস্ত মন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ 'এদের (মুনাফিকদের) মনের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ব্যাধি। অতঃপর (প্রতারণার কারণে) আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১০)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর খেয়াল-খুশির ব্যাধিগুলো তাদের মনে জেঁকে বসায় তা নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল ইচ্ছাগুলোর উপর মন্দ ইচ্ছাগুলো জয়যুক্ত হওয়ায় তাদের মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। আর তাদের এহেন নষ্ট অবস্থা তাদেরকে ধ্বংসের কিনারে নিক্ষেপ করেছে। ফলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও তাদের অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, তাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন'।[১৪]

২. খেয়াল-খুশির প্রলোভন :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ 'আল্লাহকে ভয় করলে তোমরা অন্য পুরুষের সাথে কথা বলার সময় নম্র কণ্ঠে কথা বলো না। এমন করলে যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা তোমাদের প্রতি প্রলুব্ধ হবে' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। যাদের ঈমান দুর্বল তারা নারীদের (কোমল কথা শ্রবণ করে) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের ঈমানী দুর্বলতা ইসলামের প্রতি সন্দেহবশতঃ হ'লে তো তারা মুনাফিক। আর এজন্যই মুনাফিকরা আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে লঘু মনে

১৪. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৯।

করে। আবার অশ্লীল কাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখানোর জন্যও তাদের ঈমান দুর্বল হ'তে পারে।[১৫]

৩. অহংকার প্রদর্শন :

মুনাফিকরা অহংকারী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُوْنَ 'এদের (মুনাফিকদের) যখন বলা হয় তোমরা (আল্লাহ্র রাসূলের কাছে) এসো তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন এরা অবজ্ঞাভরে মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি (এও) দেখতে পাবে, তারা অহংকারের সাথে তোমাকে এড়িয়ে চলে' *(মুনাফিকূন ৬৩/৫)*।

মুনাফিকদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নাযিল হোক। তাদেরকে যখন ডেকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট এসো, তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন অহংকারবশতঃ তারা সে কথা মোটেও গ্রাহ্য করে না; বরং সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মাথা দুলিয়ে চলে যায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন, অহংকারবশে ওদের তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। পরে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিফল কী দাঁড়াবে তা উল্লেখ করে বলেছেন, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ 'তুমি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর কিংবা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। কারণ আল্লাহ তা'আলা কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কোন ফাসিক জাতিকে হেদায়াত দান করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/০৬)*।[১৬]

৪. আল্লাহ্র আয়াত সমূহের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ :

মুনাফিকরা আল্লাহ্র আয়াত তথা কথা ও বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের এ আচরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوْا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ

---

১৫. ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামি'উল বায়ান ২০/২৫৮।

১৬. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/৪৭৩।

'মুনাফিকরা (সদাই) এ আশংকায় থাকে যে, তাদের বিপক্ষে এমন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় কি-না যাতে তাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। তুমি বল, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক। তোমরা যার ভয় করছ, আল্লাহ তা ঠিকই প্রকাশ করে দিবেন' *(তওবা ৯/৬৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের মুনাফিকদের মনে সব সময় এই আশঙ্কা বিরাজ করত যে, কুরআনের কোন সূরা নাযিল হয়ে মুমিনদের নিকট তাদের মনের সকল দুরভিসন্ধি ও জারিজুরি ফাঁস করে দেয় কি-না? কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর এ আয়াত নাযিলের কারণ হ'ল, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দোষারোপ করত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের কাজের সমালোচনা করত। যখন তারা এসব করত তখন বলত, সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিবেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বললেন, ওদের তুমি ধমকের সুরে ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে বল, ঠিক আছে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ চালিয়ে যাও। তোমরা যার ভয় করছ, আল্লাহ তা ঠিকই প্রকাশ করে দিবেন।[১৭]

৫. মুমিনদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا لَقُواْ الَّذِيْنَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ، اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ– 'তারা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তাদের দুষ্ট নেতাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়' *(বাক্বারাহ ২/১৪-১৫)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মুনাফিকরা প্রত্যেকেই দ্বিমুখী আচরণকারী। এক মুখে তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়। অন্য মুখে ভোল পাল্টিয়ে তারা তাদের কাফের ভাইদের সাথে মিলিত হয়। তাদের জিহ্বাও দু'টো। এক জিহ্বা দিয়ে তারা মুসলমানদের সাথে উপর উপর কথা বলে, আর অন্য জিহ্বা তাদের গোপন অবস্থার ভাষ্যকার।

---

১৭. জামি'উল বায়ান ১৪/৩৩১।

কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং তাদের তুচ্ছ ভাবা ওদের স্বভাব। এ কারণে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের যে বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, তা কেবলই তাদের ঔদ্ধত্য ও অহংকার বাড়িয়ে তোলে। বিনয়-নম্রতা কী তা তারা বোঝে না? ফলে অহংকার হেতু তারা অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। ফলে প্রিয় পাঠক! আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, তারা অহি-র খোলামেলা সহজবোধ্য বিষয়ের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেই থাকে। তাইতো আল্লাহ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন এবং সীমালংঘনজনিত কাজে যাতে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেজন্য তাদের অবকাশ দেন।[১৮]

৬. মানুষকে আল্লাহ্র পথের পথিকদের জন্য ব্যয় করতে বাধা দান :

তাদের এরূপ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ-

'এই মুনাফিকরা তো সেসব লোক, যারা বলে, আল্লাহ্র রাসূলের (মুহাজির) সাথীদের জন্য তোমরা কোন রকম অর্থ ব্যয় করো না। ফলে তারা রাসূলের কাছ থেকে সরে পড়বে। অথচ আসমান ও যমীনের ধনভাণ্ডার সমূহ তো আল্লাহ্র। আসলে মুনাফিকরা কিছুই বুঝতে চায় না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৭)*।

যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সে যুদ্ধে আমি আব্দুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিকদের নেতা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটস্থ মক্কার মুহাজিরদের জন্য তোমরা মদীনাবাসীরা কিছুই খরচ করো না। দেখবে অর্থকষ্টে পড়ে তারা তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে পড়বে। মদীনায় ফিরে যেতে পারলে অবশ্যই আমরা সম্মানী লোকেরা সেখানে অবস্থিত ছোট লোকদের (মুহাজিরদের) বের করে দিব। আমি এ কথা আমার চাচা অথবা ওমর (রাঃ)-কে বললাম। তিনি কথাটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালে আমি তাঁকে সব বললাম। তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের ডাকিয়ে আনলেন। তারা শপথ করে বলল, এমন কথা তারা বলেইনি।

---

১৮. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমাকে মিথ্যুক এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে সত্যবাদী ভাবলেন। ফলে আমি যার পর নেই ব্যথিত হ'লাম (فَأَصَابَنِى هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِى مِثْلُهُ قَطٌّ)। মনোকষ্টে আমি ঘরে বসে থাকলাম। এ অবস্থা দেখে আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে মিথ্যুক মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে কি তুমি মনে করলে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ 'যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে...। এ সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট লোক পাঠান। তিনি সূরা পড়ে শুনান এবং বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ 'হে যায়েদ! আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন'।[১৯]

৭. মুমিনদের মূর্খ আখ্যা দেওয়া :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَّ يَعْلَمُوْنَ 'যখন তাদের (মুনাফিকদের) বলা হয়, লোকেরা যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও তেমন ঈমান আন, তখন তারা বলে, ঐ নির্বোধরা যেমন ঈমান এনেছে আমাদেরও কি তেমন ঈমান আনতে হবে? সাবধান! ওরাই আসলে নির্বোধ। কিন্তু ওরা তা অনুধাবন করতে পারে না' *(বাক্বারাহ ২/১৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মুনাফিকরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহকদের প্রান্তিক ও পতিত মনে করে। তাদের ধারণায় এদের বোধ-বুদ্ধি খুবই অল্প। তাদের মতে কুরআন-হাদীছের বাণী বাহকরা সেই গাধাতুল্য, যে তার পিঠে বইয়ের বোঝা বহন করে। গাধার চিন্তা থাকে কেবল বোঝা বহন করা। তাই বইয়ের বোঝা বইলেও তো আর গাধাটাকে শিক্ষিত বলা যায় না। অহি-র বেসাতিকারীর পণ্য (অর্থাৎ ইসলামী বিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় জীবনপাতকারীর চেষ্টা) মুনাফিকদের দৃষ্টিতে মন্দা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কাছে এ পণ্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা মনে করে ইসলামের অনুসারীরা নির্বোধ। ফলে তারা নিজেরা যখন একান্তে

---

১৯. বুখারী হা/৪৯০০; মুসলিম হা/২৭৭২।

Contents

মিলিত হয় তখন মুসলমানদের নষ্ট ও অপয়া হিসাবে তুলে ধরতে তৎপরতা চালায়'।[২০]

৮. কাফেরদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা :

মুনাফিকদের সখ্যতা ও সম্প্রীতি মুমিনদের সাথে নয় বরং কাফেরদের সাথে। কাফেরদের সাথে তাদের এই দহরম মহরমের জন্য আল্লাহ বলেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً، الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعاً– 'হে নবী! তুমি মুনাফিকদের এই সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে, যারা (দুনিয়ার ফায়েদার জন্য) ঈমানদারদের বদলে কাফেরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা কি এর দ্বারা এদের কাছ থেকে কোন সম্মান লাভের প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট' *(নিসা ৪/১৩৮-৩৯)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে রাসূল! যারা আমার সাথে কুফরী করে এবং আমার দ্বীনের মধ্যে যারা নাস্তিকতার বীজ বপন করে মুমিনদের বাদ দিয়ে তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা মুনাফিক। এই মুনাফিকদের তুমি কঠিন শাস্তি লাভের সুসংবাদ দাও। তারা কি আমার প্রতি যারা ঈমান রাখে তাদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু ও সহযোগিতাকারী রূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের কাছে শক্তি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করে? যারা এরূপ করে তারাই মূলতঃ দুর্বল ও সংখ্যালঘু। কারণ সম্মান, শক্তি, সহযোগিতা সবই তো আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত। অতএব তারা কেন মুমিনদের বন্ধু ও সহযোগিতাকারী রূপে গ্রহণ করে না? তা করলে তারা আল্লাহ্র কাছে সম্মান, প্রতিরোধ ও সহযোগিতার আবেদন করতে পারত। যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা, তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। এভাবে ঐ মুনাফিকরাও তখন সম্মান ও শক্তির মালিক হ'ত।[২১]

---

২০. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫০।
২১. জামি'উল বায়ান ৯/৩১৯।

৯. মুমিনদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা :

[মুনাফিকরা মুসলমানদের ভাল-মন্দের প্রতীক্ষা করে। ভাল কিছু হ'লে বলে, আমরা তো তোমাদেরই লোক। এ কাজে আমাদেরও অংশ আছে। আর খারাপ কিছু হ'লে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সুবিধা আদায় করে।-অনুবাদক]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُوْاْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً 'যারা তোমাদের অকল্যাণের প্রতীক্ষায় থাকে, যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় আসে তখন এরা বলে, আমরা কি (এ যুদ্ধে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের ভাগে বিজয়ের অংশ লেখা হয় তখন এরা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে (গোপনে) সহায়তা করিনি এবং তোমাদেরকে মুসলমানদের কাছ থেকে রক্ষা করিনি? এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা শুনিয়ে দিবেন এবং সেদিন আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের কোন অজুহাত পেশ করার কোন পথই খোলা রাখবেন না' *(নিসা ৪/১৪১)*। বস্তুতঃ মুনাফিকরা মুমিনদের বেলায় অপেক্ষায় থাকে। যদি কোন যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রুপক্ষের উপর বিজয় দান করেন এবং তাতে গণীমতের সম্পদ অর্জিত হয় তখন তারা মুমিনদের নিকট এসে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে থেকে তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিনি? তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করিনি? যেহেতু আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি সেহেতু তোমরা গণীমতের একটা অংশ আমাদের দাও। আর যদি কাফের বাহিনী মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়, তখন মুনাফিকরা কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদের বিজয়ের পথ করে দেইনি? সেজন্যই তো তোমরা মুমিনদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছ। আমরা তোমাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। ফলে তারা অপদস্থ হয়ে যুদ্ধ বিরতি দিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছ। এখন এরূপ করলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঠিকই মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে ঠিক ঠিক বিচার করবেন। চূড়ান্ত বিচারে তিনি মুমিনদের

জান্নাতে দাখিল করবেন আর মুনাফিকদেরকে তাদের বন্ধু কাফেরদের সাথে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[২২]

১০. আল্লাহ্র সঙ্গে ধোঁকাবাজি এবং ইবাদতে অলসতা :

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এ আচরণ সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে তিনিই (আল্লাহই) তাদের ধোঁকায় ফেলে দেন। আর যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলস হয়ে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায়, বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে খুবই কম স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

মুনাফিকরা মুখে ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের জান-মাল হেফাযত করতে পারে; সরাসরি কাফির হ'লে যা তারা পারত না। আর এভাবে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু এমনটি করতে গিয়ে তারা বরং আল্লাহ্র ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। কেননা আল্লাহ তাদের মনের খবর ও তাদের কুফরী আক্বীদা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তারপরও তিনি তাদের মুখে ঈমান যাহির করার জন্য তাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধ রেখেছেন দুনিয়াতে ছাড় দেওয়ার মানসে। অবশেষে আখেরাতে যখন তারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন কুফর গোপন রাখার কারণে তিনি তাদের ঠিকই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আর ছালাতে যে তারা অলসতাভরে দাঁড়ায় তার অর্থ হ'ল, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর যেসব আমল ফরয করেছেন, মুনাফিকরা তার কোনটাই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের নিয়তে করে না। কারণ তারা পরকাল, পাপ-পুণ্য, শাস্তি ও পুরস্কার কোনটাতেই বিশ্বাসী নয়। তারা কেবল জান বাঁচানোর তাকীদে কিছু বাহ্যিক আমল করে। মুমিনরা যাতে তাদের হত্যা না করে, তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে না নেয় সেই ভয়ে তারা এসব আমল করে। তাই ছালাতের মত একটি দৃশ্যমান ফরযে যখন তারা দাঁড়ায়, তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। যাতে মুমিনরা ছালাত আদায়কারী হিসাবে তাদের দেখতে পেয়ে তাদেরকে নিজেদের লোক বলে মনে করে। অথচ তারা

---

২২. ঐ ৯/৩২৪।

তাদের লোক নয়। কেননা তারা ছালাতকে তাদের উপর ফরয বা আবশ্যিক বিষয় ভাবে না। তাই তারা আলস্যভরে ছালাতে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্র বাণী- 'তারা আল্লাহকে খুব অল্পই স্মরণ করে' বাক্যটির উপর কেউ হয়তঃ প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ্র যিকিরের ক্ষেত্রে 'অল্প কিছু' বলে কোন কথা আছে কি? তার উত্তরে বলা চলে, আয়াতের অর্থ আসলে তা নয়। এ কথার আসল অর্থ হচ্ছে- তারা আল্লাহকে লোক দেখানোর জন্য স্মরণ করে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া এবং ধন-সম্পদ খোয়ানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। তাদের যিকির কোন বিশ্বাসীর যিকির নয়, যে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে, একনিষ্ঠ মনে তার রুবূবিয়াতকে মেনে চলে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা একে 'অল্প' বলেছেন। কেননা এই যিকিরের লক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা নন, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ইচ্ছাও তাতে নেই, আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান লাভের প্রত্যাশাও এখানে নেই। তাই আমলকারী যতই কষ্ট করুক এবং যত বেশী যিকির করুক তা মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ গণ্য হবে। যা দেখতে পানির মত, কিন্তু আসলে পানি নয়।[২৩]

১১. দোটানা ও দোদুল্যমান মনোভাব :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـــؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـــؤُلاَءِ 'এরা (কুফর ও ঈমানের) দোটানায় দোদুল্যমান, এরা না এদিকে, না ওদিকে' *(নিসা ৪/১৪৩)*।

এ আয়াতের মর্মার্থ হ'ল, মুনাফিকরা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা কোন বিশ্বাসেই স্থির হ'তে পারে না। না তারা মুমিনদের সাথে জাগ্রত জ্ঞানের উপর আছে, না কাফেরদের সাথে অজ্ঞতার উপর আছে। তারা বরং দুইয়ের মাঝে অস্থিরমতি হয়ে বিরাজ করছে।[২৪] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْـــنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَـــذِهِ مَـــرَّةً. 'মুনাফিকের উদাহরণ দু'টো

২৩. ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামি'উল বায়ান ৫/৩২৯।
২৪. ঐ ৫/৩৩২।

পাঁঠার মাঝে অবস্থিত একটি গরম হওয়া বকরির মত, একবার সে এটার কাছে যায়, আরেকবার সে অন্যটার কাছে যায়'।[২৫] ইমাম নববী বলেছেন, اَلْعَائِرَةُ অর্থ হয়রান, দোদুল্যমান, যে বুঝে উঠতে পারছে না, দু'জনের কার কাছে সে যাবে। আর تَعِيْـــرُ শব্দের অর্থ- সে কার কাছে যাবে তা নিয়ে দোটানায় পড়েছে।[২৬]

১২. মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ– 'তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ ও ঈমানদারদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে চায়। বস্তুতঃ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছে না' *(বাক্বারাহ ২/৯)*।

মুনাফিকদের তাদের রব ও মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি এই যে, তারা মুখে কালিমা উচ্চারণ এবং আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে। সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করলে তার বিধান মৃত্যুদণ্ড অথবা বন্দীত্ব। এই উভয় শাস্তি থেকে দুনিয়াতে নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা মুখে ঈমান যাহির করে এবং অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে আল্লাহ ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে।[২৭]

১৩. আল্লাহদ্রোহী শাসকদের নিকট মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা :

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْداً– وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْداً–

---

২৫. মুসলিম হা/২৭৮৪; মিশকাত হা/৫৭।

২৬. নববী, শারহ মুসলিম ১৭/১২৮।

২৭. জামি'উল বায়ান ১/২৭২।

‘তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার আগে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তারা আল্লাহদ্রোহী শক্তির কাছ থেকে ফায়ছালা পেতে চায়। অথচ এদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা এসব আল্লাহদ্রোহীর হুকুম অমান্য করবে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তোমরা তার দিকে এবং রাসূলের দিকে (ফিরে) এসো, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে’ *(নিসা ৪/৬০-৬১)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِنْ حَاكَمْتَ الْمُنَافِقِينَ إِلَى صَرِيحِ الْوَحْيِ وَجَدْتَهُمْ عَنْهُ نَافِرِينَ، وَإِنْ دَعَوْتَهُمْ إِلَى حُكْمِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَهُمْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ، فَلَوْ شَهِدْتَ حَقَائِقَهُ لَرَأَيْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهُدَى أَمَدًا بَعِيدًا، وَرَأَيْتَهَا مُعْرِضَةً عَنِ الْوَحْيِ إِعْرَاضًا شَدِيدًا– ‘যদি আপনি অহি-র সুস্পষ্ট বিধান মোতাবেক মুনাফিকদের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করেন, তখন দেখবেন মুনাফিকরা তা থেকে পলায়ন করছে। আর আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বিচারকার্যের দিকে ডাকলে তাদেরকে তা থেকে বিমুখ দেখতে পাবেন। আপনি যদি তাদের প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহ’লে দেখতে পাবেন, হেদায়াত থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছে এবং অহি-র প্রতি তাদের মনে এতই বিদ্বেষ যে, তার দিকে ফিরে তাকাতেও তারা রাযী নয়।[২৮]

১৪. মুমিনদের মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُم مَّا زَادُوْكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ‘তারা তোমাদের সাথে বের হ’লে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই শুধু বাড়িয়ে দিত এবং তোমাদের মাঝে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য ছুটাছুটি করত। তাছাড়া তোমাদের মাঝেও তাদের কথা আগ্রহের সাথে শোনার মত লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত’ *(তওবা ৯/৪৭)*।

---

২৮. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৩।

মুনাফিকরা মূলতঃ কাপুরুষ। তাই তোমাদের মাঝে যাতে বিদ্বেষ ও ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য তারা পরনিন্দার মাধ্যমে যারপর নাই চেষ্টা করে। তাছাড়া তোমাদের মাঝেতো তাদের অনুগত কিছু লোক আছে। তাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ওদের ভাল লাগে। ওরা তাদের কল্যাণ কামনা করে; অথচ তাদের অবস্থা ওরা ভাল করে জানে না। এতে করে মুমিনদের মাঝে একটা খারাপ অবস্থা এবং মহা বিপর্যয় দেখা দেয়।[২৯]

১৫. মিথ্যা শপথ, ভয়-ভীতি, কাপুরুষতা ও অস্থিরতা :

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উক্ত আচরণা সম্পর্কে বলেন,

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُم مِّنْكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُوْنَ- لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ-

'এরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, এরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ এরা কখনই তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ এরা এমন লোক, যারা ভয় করে থাকে। এরা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা অথবা মাটির ভিতর ঢুকে পালাবার মত কোন সুড়ঙ্গ পেলে অবশ্যই তোমাদের ছেড়ে এসব জায়গার দিকে দ্রুত পালিয়ে যাবে' *(তওবা ৯/৫৬-৫৭)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে মুনাফিকদের অস্থিরতা, ভয়-ভীতি, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, ওরা জোরালো শপথ করে বলে যে, ওরা তোমাদের লোক, অথচ প্রকৃতপক্ষে ওরা তোমাদের লোক নয়। এই মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতেই ওরা কসমের আশ্রয় নিয়েছে। ওরা তোমাদের প্রতি এতটাই বিদ্বেষপরায়ণ যে, যদি তোমাদের সংস্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য কোন দুর্গ পেত, তবে তাকে আশ্রয়স্থল বানাত অথবা কোন গিরিগুহা পেলে তাতে ঢুকে পড়ত কিংবা মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ পেলে তথায় পালিয়ে যেত। তোমাদের থেকে সরে পড়ার কাজটা তখন তারা খুব দ্রুতই করত। কারণ তারা তো মুমিনদের সাথে মিশে মনের ঘৃণা ও অসন্তোষ নিয়ে, ভালবাসার টানে নয়। তারা মন থেকে চায় যে, মুমিনদের সাথে যেন তাদের মিশতে না হয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে মিশতে হচ্ছে বলে তারা সব সময় পেরেশানী, দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করে।

২৯. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৬০।

অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রহমতে সব সময় উন্নতি, সম্মান ও বিজয়ের মধ্যে রয়েছে। ফলে যখনই কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুশির ঘটনা ঘটে তখনই তাদের মনোকষ্ট বেড়ে যায়। ফলে মুসলমানদের সংস্রবে যাতে থাকতে না হয় সেটাই তাদের কাম্য। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তারা কোন আশ্রয়স্থল কিংবা কোন গিরিগুহা কিংবা কোন সুড়ঙ্গ পেলে দৌড়ে গিয়ে তাতে আশ্রয় নিত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ- 'তুমি যখন তাদের দেখবে তখন তাদের দেহকান্তি তোমাকে অভিভূত করবে এবং যদি তারা কথা বলে, তবে তুমি তাদের কথা সাগ্রহে শুনবেও। তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। তারা যেকোন শোরগোলকেই নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই হচ্ছে দুশমন। সুতরাং এদের থেকে হুঁশিয়ার থেকো। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় ফিরে চলছে? *(মুনাফিকূন ৬৩/৪)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَحْسَنُ النَّاسِ أَجْسَامًا، وَأَخْلَبُهُمْ لِسَانًا، وَأَلْطَفُهُمْ بَيَانًا، وَأَخْبَثُهُمْ قُلُوبًا، وَأَضْعَفُهُمْ جَنَانًا، فَهُمْ كَالْخُشُبِ الْمُسَنَّدَةِ الَّتِي لَا ثَمَرَ لَهَا، قَدْ قُلِعَتْ مِنْ مَغَارِسِهَا فَتَسَانَدَتْ إِلَى حَائِطٍ يُقِيمُهَا، لِئَلَّا يَطَأَهَا السَّالِكُونَ 'এই মুনাফিকরা সবচেয়ে সুন্দর দেহের অধিকারী, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভাষার অধিকারী, কথাবার্তায় অত্যন্ত সুমিষ্ট; কিন্তু তাদের মন সবচেয়ে বেশী নোংরা এবং অন্তর অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য তাদের উদাহরণ দেয়ালে ঠেকানো সেই কাঠের মত, যার কোন সারবত্তা নেই। যেগুলো শিকড় থেকে উপড়ে ফেলানো। তারপর সেগুলোকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে; যাতে মাটিতে পড়ে থাকায় পথচারীরা পা মাড়িয়ে না যায়'।[৩০]

---

৩০. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৪।

১৬. তারা যা করেনি তা করার নামে প্রশংসা পিয়াসী :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَن يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

‘যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি তার জন্যও প্রশংসিত হ’তে ভালবাসে এমন লোকদের সম্পর্কে তুমি কখনো ভাববে না যে তারা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। বরং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَن يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا) ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুনাফিকদের কিছু লোক ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধে বের হ’তেন তখন তাঁর সাথে অংশ না নিয়ে পিছনে থেকে যেত। তারা এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে না যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করত। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসতেন তখন তারা তাঁর সামনে নানা অজুহাত পেশ করত। তারা এসব অজুহাতের জন্য আল্লাহ্র নামে কসমও করত। সেই সঙ্গে তারা যে কাজ করেনি, সেই কাজ করেছে মর্মে তাদের প্রশংসা করা হ’লে তারা খুব খুশি হয় এবং এরূপ কাজ না করেও প্রশংসা পেতে তারা খুব আকাঙ্ক্ষী হয়। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৩১]

---

৩১. বুখারী হা/৪৫৬৭; মুসলিম হা/২৭৭৭।

১৭. তারা সৎকর্মকে দূষণীয় গণ্য করে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 'আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে ছাদাক্বা থেকে কিছু দেওয়া হয়, তাহলে খুশী হয়। আর যদি কিছু না দেওয়া হয়, তাহলে তারা ক্রুদ্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*।

একদল মুনাফিক নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দান-ছাদাক্বা বণ্টন নিয়ে তাঁকে দোষারোপ করত। তারা সরাসরি দ্বীন ইসলাম অস্বীকার করত না। কেবল অস্বীকার করত তাদের দানের অংশ না পাওয়ার জন্য। এজন্যই যাকাতের অংশ পেলে তারা খুশি থাকত, না পেলে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হ'ত। তারা যাকাত ও অন্যান্য দান বণ্টনকালে নবী করীম (ছাঃ)-কে এভাবে অন্যায় দোষারোপ করতো বলে আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে অভিযুক্ত ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৩২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।

আবু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً 'আমাদেরকে যখন দান করার আদেশ দেওয়া হ'ল তখন আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও আমরা তা পালনে তৎপর হ'লাম। আবু আকীল অর্ধ ছা' (খেজুর কিংবা অন্য কিছু) নিয়ে এল। আরেকজন তার থেকে অনেক বেশী নিয়ে

৩২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১৮২।

এল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা এই লোকের সামান্য দান গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। আর অন্যজন যে অনেক দান করল, সেও লোক দেখানোর জন্য'। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন যে, 'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।[৩৩]

কোন অবস্থাতেই এই মুনাফিকদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদের হাত থেকে কেউ নিস্কৃতি পাবে না। এমনকি তাদের নিন্দা থেকে দানকারীরাও মুক্ত নয়। যদি তারা কেউ অনেক মাল দান করে তাহ'লে ওরা বলে, এ লোক দেখাচ্ছে। আর যদি কেউ সামান্য সম্পদ দান করার জন্য হাযির করে, তাহ'লেও বলে, আল্লাহ তা'আলার এতটুকু দান গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই।[৩৪]

১৮. নিম্নতম অবস্থানে খুশী :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ آمِنُوْا بِاللهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوْا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِيْنَ 'আর যখনই কুরআনের কোন অংশ নাযিল হয় এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার নিকটে অব্যাহতি চায় এবং বলে যে, আমাদেরকে ছাড়ুন আমরা উপবিষ্টদের সাথে থেকে যাই' *(তওবা ৯/৮৬)*।

যাদের জিহাদ করার শক্তি-সামর্থ্য ও অর্থ-বিত্ত আছে, তারপরও তারা জিহাদে অংশ না নিয়ে বাড়ি বসে থাকার অনুমতি চায়, আল্লাহ এই আয়াতে তাদের নিন্দা করেছেন। এরা নিজেদের জন্য লজ্জা-অপমানে সন্তুষ্ট। এরা মহিলাদের ন্যায় বাড়ি বসে থাকে সেনাবাহিনীর যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়ার পর। যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে দেখা যায়, এদের মত কাপুরুষ আর দ্বিতীয় কেউ মানব সমাজে নেই। আর যখন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে, তখন লম্বা লম্বা কথা বলায় মানবসমাজে তাদের জুড়ি মেলে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

---

৩৩. বুখারী হা/৪৬৬৮; মুসলিম হা/১০১৮।

৩৪. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৭৪।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ–

‘তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। অতঃপর যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তুমি তাদের দেখবে তারা মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে তাকায়। তারপর ভয় যখন দূরীভূত হয়ে যায়, তখন এরাই (গনীমতের) সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী শুরু করে দেয়’ *(আহযাব ৩৩/১৯)*। অর্থাৎ নিরাপদকালে তারা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ভাষায় লম্বা লম্বা কথা বলে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তারা হয়ে যায় সবচেয়ে বড় কাপুরুষ।[৩৫]

১৯. অন্যায়ের আদেশ ও ন্যায়ের নিষেধ :

মুমিনরা যেখানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করে থাকে, সেখানে মুনাফিকরা তার বিপরীতে মানুষকে অন্যায় কথা ও কাজের আদেশ দেয় এবং ন্যায় কথা ও কাজ করতে নিষেধ করে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ আচরণ অবৈধ আখ্যায়িত করে বলেছেন,

الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ–

‘মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত সমূহ বন্ধ রাখে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় থেকে কৃপণতা করে)। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই হ’ল পাপাচারী’ *(তওবা ৯/৬৭)*।

তাদের হাত গুটিয়ে রাখার অর্থ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও জনকল্যাণমূলক কাজে তারা অর্থ ব্যয় করে না। আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অর্থ তারা আল্লাহ্‌র যিকির করতে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন অর্থ- তাদেরকে ভুলে যাওয়া লোক যেমন আচরণ তাদের সাথে করে, তিনিও তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন,

---

৩৫. ঐ ৪/১৯৬।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ‘আর বলা হবে, তোমরা যেমন এই দিনের সাক্ষাৎ লাভের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাদের ভুলে গিয়েছি’ *(জাছিয়া ৪৫/৩৪)*। আর মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ অর্থ তারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত; বাতিল পথের অন্তর্ভুক্ত।[৩৬]

২০. জিহাদকে অপসন্দ করা এবং তা থেকে পিছুটান দেয়া :

মুনাফিকরা ইসলামের খাতিরে জিহাদে অংশগ্রহণে মোটেও আগ্রহ বোধ করে না; বরং জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ আচরণ প্রসঙ্গে বলেন,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوْا لاَ تَنفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ-

‘(তাবুকের যুদ্ধ থেকে) পিছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রাসূলের বিপরীতে ঘরে বসে থাকতে পেরে উৎফুল্ল হয়েছিল। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল এবং তারা বলেছিল, এই দাবদাহে তোমরা যুদ্ধে বের হয়ো না। তুমি বল, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে কঠিনভাবে উত্তপ্ত, যদি তারা বুঝত’ *(তওবা ৯/৮১)*।

তাবুক যুদ্ধে কিছু মুনাফিক নানা বাহানা তুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সঙ্গে যুদ্ধে যায়নি। ছাহাবীগণের যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ার পর তারা বাড়ীতে বসে থাকল এবং সেজন্য আনন্দিত হ’ল। তারা নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে তাদের সাথে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে একেবারেই অনাগ্রহী, অনিচ্ছুক ছিল। তাইতো তারা একে অপরকে বলছিল, এই গরমে যুদ্ধের জন্য বাইরে বের হয়ো না। তাবুক যুদ্ধ যে সময় হ’তে যাচ্ছিল, তখন ছিল প্রচণ্ড গরম। ছায়া ও ফলমূল ভাল লাগার সময়। তাইতো তারা বলেছিল, এই গরমে বাইরে বের হওয়ার দরকার নেই। তদুত্তরে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে বললেন, তুমি ওদের বলে দাও, আল্লাহ ও তাঁর

---

৩৬. ঐ ৪/১৭৩।

রাসূলের বিরোধিতার জন্য যে জাহান্নামের আগুনের দিকে তোমরা ধাবিত হচ্ছ, তা তোমাদের পালিয়ে বাঁচা গরম থেকে বহু বহু গুণ বেশী গরম।[৩৭]

২১. যুদ্ধ না করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভীতিকর গুজব ছড়ানো :

[ঈমানদাররা যাতে যুদ্ধের ময়দানে না যায়, আর গিয়ে থাকলে যাতে ময়দান ছেড়ে চলে আসে মুনাফিকরা সেজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের মাঝে এমন কথা ছড়ায় যাতে ভয়ে তাদের মন অস্থির হয়ে পড়ে।]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْراً- وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَاراً-

‘আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর তাদের একটি দল বলেছিল, হে ইয়াছরিবের অধিবাসীরা! আজ (শত্রুবাহিনীর সামনে) তোমাদের দাঁড়াবার মত কোন জায়গা নেই। অতএব তোমরা ফিরে যাও। তাদের একাংশ নবীর কাছে এই বলে অনুমতিও চাইছিল যে, আমাদের বাড়ী-ঘরগুলো অরক্ষিত (তাই আমাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন)। অথচ তা অরক্ষিত ছিল না। এরা আসলে ময়দান থেকে পালাতে চেয়েছিল’ *(আহযাব ৩৩/১২-১৩)*।

২২. মুমিনদের সাথে থাকায় গড়িমসি :

যারা মুনাফিক তারা মুমিনদের সাথে জিহাদ কিংবা অনুরূপ কোন কাজে শরীক হ’তে গড়িমসি করে। মূলতঃ মুমিনদের উপর আপতিত বালা-মুছীবত থেকে বাঁচাই তাদের লক্ষ্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيْداً

‘আর তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে (জিহাদ থেকে) শৈথিল্য প্রদর্শন করে। যদি তোমাদের কোন বিপদ আসে, তখন সে বলে, আমার

---

৩৭. ঐ ৪/১৮৯।

উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না' *(নিসা ৪/৭২)*।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র বলতে গিয়ে মুমিনদের লক্ষ্য করে বলেছেন যে, হে মুমিনগণ! তোমাদের দল ও জাতিভুক্ত কিছু লোক, যারা তোমাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে এবং যাহির করে যে, তারা তোমাদের দাওয়াত ও মিল্লাতের লোক। আসলে তারা মুনাফিক। তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদে অংশ নিতে তারা গড়িমসি করে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে বললে নানা অজুহাত ও টালবাহানা করে। তারপর যুদ্ধে যখন তোমাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়- যেমন পরাজয় কিংবা নিহত ও আহত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে তখন তারা বলে, বেশ হয়েছে, আল্লাহ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। এজন্যেই তো তাদের সাথে যুদ্ধে আমরা ছিলাম না। থাকলে আমাদেরও আঘাত, যন্ত্রণা, খুন-খারাবী একটা কিছু ঘটে যেত। বিদ্বেষবশতঃ তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ না নেওয়ায় তারা খুশি। কেননা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে মুমিনদের যে পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখালে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে মুনাফিকরা সন্দেহ পোষণ করে। ফলে তারা না পুণ্যের প্রত্যাশী, না শাস্তির ভয়ে ভীত।[৩৮]

২৩. জিহাদে অংশ না নিতে অনুমতি প্রার্থনা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُم مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَن لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ 'আর তাদের মধ্যেকার কেউ বলে, আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। সাবধান! ওরা কিন্তু ফিৎনাতেই পড়ে গেছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের বেষ্টনকারী হবে' *(তওবা ৯/৪৯)*।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে কিছু মুনাফিকের স্বভাব তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, হে রাসূল! কিছু মুনাফিক তোমাকে বলে, আমাকে বাড়ি বসে থাকার অনুমতি দিন। তোমার সাথে যুদ্ধে গিয়ে রোমের সুন্দরী কিশোরীদের ফিৎনায় পড়ে যাই কি-না তাতেই এ অনুমতি

৩৮. জামিউল বায়ান ৮/৫৩৮।

চাচ্ছি। আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কথা বলে তো ওরা ফিৎনায় পড়েই রয়েছে।[৩৯]

২৪. জিহাদ থেকে পিছনে থাকার জন্য অজুহাত পেশ :

মুনাফিকরা কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশ নেয় না। এজন্য কৈফিয়তের সম্মুখীন হ'লে তাদের মিথ্যা অজুহাত পেশের অন্ত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা সে কথা তুলে ধরেছেন,

يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُوْا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'তারা তোমাদের নিকট এসে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে। তুমি বলে দাও, তোমরা ওযর পেশ করো না। আমরা কখনোই তোমাদের বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের খবর আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত মহান সত্তার কাছে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(তওবা ৯/৯৪)*।

মুনাফিকদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, মুসলমানরা যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসবে তখন এই মুনাফিকরা কেন যুদ্ধে যেতে পারেনি সে সম্পর্কে নানা কৈফিয়ত পেশ করবে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই বলে দিচ্ছেন, তুমি তাদের বলবে, তোমাদের আর এসব কৈফিয়ত, অজুহাত পেশ করার দরকার নেই। আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না। তোমাদের খবরাদি আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ক্রিয়াকলাপ অচিরেই দুনিয়াতে মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহান

---

৩৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৬১।

আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ সকল কাজের খবর দিবেন এবং তদনুযায়ী প্রতিদান দিবেন।[৪০]

২৫. মানুষের দৃষ্টির আড়াল হওয়ার চেষ্টা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطاً-

'এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্ম গোপন রাখতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তারা কিছুই গোপন করতে পারবে না। তারা যখন রাতের অন্ধকারে এমন সব বিষয়ে সলাপরামর্শ করে যা তিনি পসন্দ করেন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই থাকেন। এরা যা কিছু করে তা সম্পূর্ণই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের আওতাধীন' *(নিসা ৪/১০৮)*।

এ আয়াতে মুনাফিকদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তাদের মন্দ কাজগুলো যাতে মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে, সেজন্য তারা তা লুকিয়ে করে। যার ফলে মানুষ তাদের প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তো তারা তা খোলামেলাই করছে। কেননা তিনি তাদের সব গোপন কথা জানেন এবং তাদের মনের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি সুবিদিত। এজন্যই তিনি তাদের ধমক ও ভীতি প্রদর্শন স্বরূপ বলেছেন, রাতের আঁধারে যখন তারা গোপনে সলাপরামর্শ করে যা আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় নয়, সে সময়েও আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। তাদের সব কাজই আল্লাহ্‌র আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।[৪১]

২৬. মুমিনদের ক্ষয়ক্ষতিতে উল্লসিত হওয়া :

মুমিনদের যে কোন ক্ষয়ক্ষতিতে উল্লসিত হওয়া মুনাফিকদের খুবই নীচ স্বভাব। তারা মুমিনদের শত্রু ভাবে বলেই এমনটা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪০. ঐ, ৪/২০১।
৪১. ঐ, ২/৪০৭।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ- هَاأَنْتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّوْاْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ- إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ-

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ব্যতীত অন্যদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের ক্ষতি করতে আদৌ ত্রুটি করবে না। তারা চায় তোমরা কষ্টে পতিত হও। বিদ্বেষ তাদের যবান দিয়েই বেরিয়ে আসে। আর তাদের বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও মারাত্মক। আমরা তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা বুঝ। দেখ, তোমরা ওদের ভালবাস। কিন্তু ওরা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা আল্লাহ্র সকল কিতাবে বিশ্বাস রাখো। (কিন্তু ওরা কুরআনে বিশ্বাস করে না)। যখন ওরা তোমাদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন পৃথক হয়, তখন তোমাদের উপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বল! তোমরা তোমাদের ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে মরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের অন্তরের কথা সম্যক অবগত। তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তারা নাখোশ হয়। আর তোমাদের কোন অমঙ্গল হলে তারা খুশী হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ্র আয়ত্তাধীনে রয়েছে’ *(আলে ইমরান ৩/১১৮-১২০)*।

এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। মুমিনরা যেন তাদের গোপন বিষয়াদি কখনই মুনাফিকদের অবহিত না করে। কেননা মুনাফিকরা তাদের শক্তি-সামর্থ্য মুমিনদের ক্ষতিতে ব্যয় করতে সামান্যতম অবহেলাও করবে না। তারা যথাসাধ্য মুমিনদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের ক্ষতিসাধন করবে।

তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বুনতে তারা যথাশক্তি প্রয়োগ করবে। মুমিনরা যাতে চরম সংকটে পড়ে, তাদের উপর মুছীবতের পাহাড় চেপে বসে মুনাফিকরা সেটাই কামনা করে।[৪২]

২৭. আমানতের খেয়ানত করা, কথোপকথনকালে মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করা এবং বাকবিতণ্ডাকালে বাজে কথা বলা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُوْنَ- فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُوْنَ-

'তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকার করে যে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (প্রচুর ধন-সম্পদ) দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ছাদাক্বা করব এবং অবশ্যই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তখন তারা কৃপণতা করে এবং সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর সমূহে মুনাফেকী ঢেলে দিলেন যা আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের হাযির হবার দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং একারণে যে, তারা মিথ্যা বলেছিল' *(তওবা ৯/৭৫-৭৭)*।

কিছু মুনাফিক আল্লাহ তা'আলাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ যদি অনুগ্রহ করে তাদের ধনী করে দেন তাহ'লে তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে দান করবে এবং নিজেরা সৎ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ধনী হওয়ার পর তারা সে কথা রাখেনি এবং তাদের দাবীর সত্যতাও প্রতিপাদন করেনি। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাদের অন্তরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুনাফিকী স্থায়ী করে দেন। আল্লাহ এহেন অবস্থা থেকে আমাদের তাঁর নিকট আশ্রয় দিন।[৪৩]

---

৪২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/১০৬।
৪৩. ঐ, ৪/৮৩।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ 'মানুষের মাঝে এমন লোক আছে, যারা মুখে বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, رَأْسُ مَالِهِمُ الْخَدِيعَةُ وَالْمَكْرُ، وَبِضَاعَتُهُمُ الْكَذِبُ وَالْخَتْرُ، وَعِنْدَهُمُ الْعَقْلُ الْمَعِيشِيُّ أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ عَنْهُمْ رَاضُونَ، وَهُمْ بَيْنَهُمْ آمِنُونَ 'প্রতারণা ও চক্রান্ত তাদের পুঁজি, মিথ্যা কথন ও চাটুকারিতা তাদের পণ্য বা বেসাতী, আর মুসলিম অমুসলিম উভয় পক্ষ যাতে তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকে সেটাই তাদের জীবন-জীবিকা। সকলের মাঝে বাস করে তারা থাকবে অক্ষত নিরাপদ।[৪৪] এভাবে তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়, মূলতঃ তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকায় ফেলে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি আচরণ থাকবে, সে নির্ভেজাল মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে; যখন কোন চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে; যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা অমান্য করে এবং যখন বাক-বিতণ্ডা করে তখন বেহুদা বা বাজে কথা বলে'।[৪৫]

৪৪. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৯।
৪৫. বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, একদল আলেম এই হাদীছকে মুশকিল বা দুর্বোধ্য অর্থবোধক হাদীছ হিসাবে গণ্য করেছেন। কেননা এই আচরণগুলো অনেক খাঁটি মুসলমানের মধ্যেও পাওয়া যায়। যার ঈমানের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের মধ্যে উল্লিখিত আচরণের সবক'টি ছিল। অনুরূপ পূর্বসূরী অনেক আলেম ও বিদ্বানের মাঝে এগুলো আংশিক কিংবা পূর্ণ বিদ্যমান ছিল। তাই প্রশ্ন দেখা দেয়, একই ব্যক্তি একই সাথে কি করে মুমিন ও মুনাফিক হ'তে পারে। এজন্যই হাদীছটিকে তারা মুশকিল বা দুর্বোধ্য বলেছেন।

কিন্তু ইমাম নববী বলেন, আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা, হাদীছটিতে আসলে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। অবশ্য আলেমরা এর অর্থ নিয়ে নানা কথা বলেছেন। মহাক্বিক্ব আলেমগণ ও অধিকাংশ ব্যক্তির মত যা সঠিক ও শ্রেয় তা এই যে, এই আচরণগুলো মুনাফিকীর আচরণ। যে এসব আচরণের অধিকারী সে মুনাফিকতুল্য এবং তাদের চারিত্রিকগুণে বিভূষিত। কেননা মুনাফিকী মূলতঃ প্রকাশ্যে এক রকম এবং গোপনে অন্য রকম। এই অর্থ উক্ত আচরণগুলোর অধিকারীর মধ্যেও বিরাজমান। তার এ মুনাফিকী ঐ ব্যক্তির সাথে যার সাথে সে কথা বলেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমানত গচ্ছিত রেখেছে, বাক-বিতণ্ডা করেছে এবং চুক্তি করেছে। সে ইসলামের মধ্যে মুনাফিক নয়- যে কিনা বাইরে মুসলিম কিন্তু ভেতরে কাফের। নবী করীম (ছাঃ)ও এতদ্বারা তাকে জাহান্নামের নিম্নদেশে চিরকাল অবস্থানকারী মুনাফিক গণ্য করেননি।

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি 'সে নির্ভেজাল মুনাফিক'-এর অর্থ এ আচরণগুলোর কারণে সে মুনাফিকদের সাথে কঠিন সাদৃশ্যপূর্ণ। জনৈক আলেম বলেছেন, কঠিনভাবে মুনাফিকের সাথে তুলনীয় সেই ব্যক্তি যার মধ্যে এসব আচরণ অতি মাত্রায় বিরাজিত। যার মধ্যে অল্প মাত্রায় রয়েছে সে মুনাফিক শ্রেণীভুক্ত নয়। এটিই হাদীছের গ্রহণীয় ও শ্রেয় অর্থ।[৪৬]

২৮. ছালাতকে যথাসময় থেকে বিলম্বিত করা :

আলা ইবনু আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত তিনি একবার যোহর ছালাত শেষ করে বছরা শহরে ছাহাবী আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর বাড়ীটা ছিল মসজিদের পাশে। তিনি বলেন,

৪৬. শারহ নববী মুসলিম ২/৪৬-৪৭।

আমরা যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আছর ছালাত আদায় করেছ? আমরা বললাম, আমরা তো এই মাত্র যোহর ছালাত আদায় করে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা আছর ছালাত আদায় কর। আমরা তখন আছর ছালাত আদায় করলাম। আমাদের ফিরে আসার সময় তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً-

‘যে বসে বসে সূর্য ডোবার প্রতীক্ষা করে, তারপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিঙের মাঝ বরাবর হয় অর্থাৎ একেবারে ডুবে যাবার উপক্রম হয় তখন চারটা ঠোকর মারে (অতি দ্রুত চার রাক‘আত আছর পড়ে)। তাতে সে আল্লাহ তা‘আলাকে নামমাত্র স্মরণ করে’।[৪৭]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, তারা ছালাতকে তার প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে মরণাপন্ন ব্যক্তির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমের মুহূর্তে (একেবারে শেষ মুহূর্তে) আদায় করে। ফজর আদায় করে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে এবং আছর আদায় করে সূর্যাস্তের সময়ে। কাক যেমন ঠোকর মারে তারাও তেমনি (সিজদার নামে) ঠোকর মারে। তা দৈহিকভাবে ছালাত হ’লেও আন্তরিকতাপূর্ণ ছালাত নয়। এ ছালাত আদায়কালে তারা শিয়ালের মত এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। কেননা তাদের বিশ্বাস হয়, এভাবে ছালাত আদায়ের জন্য তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ’তে পারে এবং কৈফিয়তের জন্য তলব করা হ’তে পারে।[৪৮]

২৯. ছালাতের জামা‘আতে শরীক না হওয়া :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِى بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ

৪৭. মুসলিম হা/৬২২।
৪৮. মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৪।

رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের ময়দানে যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হ’তে চায়, সে যেন এই ছালাতগুলো যেখানে আযান দেওয়া হয় সেখানে (মসজিদে) গিয়ে যথারীতি আদায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর জন্য হেদায়াত বা পথনির্দেশমূলক অনেক বিধান দিয়েছেন। এই ছালাতগুলো ঐ হেদায়াতমূলক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের ছালাতগুলো যদি তোমরা ঘরে আদায় কর, যেমন করে এই পশ্চাৎপদ ব্যক্তি তার বাড়ীতে ছালাত আদায় করে, তাহ’লে তোমরা তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত (আদর্শ) ছেড়ে দিবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহ’লে তোমরা বিপথগামী হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যখন খুব ভালমত পাক-পবিত্র হয়, তারপর এই মসজিদগুলোর কোন একটি মসজিদে গমনের সংকল্প করে, তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য একটি নেকী লেখা হয়, একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং একটি পাপ মুছে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই আমি আমাদের মধ্যে দেখেছি যার মুনাফিকী সুবিদিত এমন লোক ছাড়া ছালাতের জামা‘আত থেকে কেউ পশ্চাৎপদ থাকত না। এমনকি হাঁটতে পারে না এমন লোককেও দু’জনের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে এনে) লাইনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত।[৪৯]

আল্লামা শুমুন্নী (اَلشُّمُنِّىْ) বলেছেন, এখানে মুনাফিক বলতে যে মুখে ইসলাম যাহির করে কিন্তু মনে তা গোপন রাখে সে নয়। নচেৎ জামা‘আতে ছালাত আদায় ফরয হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যে অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে সে তো কাফেরই। এতে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর কথার শেষাংশ প্রথমাংশের বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। কেননা জামা‘আতে ছালাত আদায়কে তিনি সুন্নাত বলেছেন।[৫০]

---

৪৯. মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২।
৫০. আওনুল মা‘বূদ ২/১৭৯।

৩০. কুরুচিপূর্ণ বচন ও বাচালতা :

আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ 'লজ্জা ও স্বল্প ভাষণ ঈমানের দু'টি শাখা এবং কুরুচিপূর্ণ কথা ও বাচালতা মুনাফিকীর দু'টি শাখা'।[৫১]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, اَلْعِيُّ শব্দের অর্থ কম কথা বলা, স্বল্পভাষিতা বা মিতবাক হওয়া। اَلْبَذَاءُ অর্থ কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল কথা বলা। আর اَلْبَيَانُ অর্থ বাচালতা। যেমন বক্তারা বক্তৃতাকালে বাগ্মিতা যাহির করার জন্য ব্যাপক কথা বলে, লোক বিশেষের তারা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যা আল্লাহ পসন্দ করেন না।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে মুসলিম সমাজে মুনাফিকদের অবস্থান অর্থ-কড়ির মাঝে জাল মুদ্রার মত। বহু মানুষ জাল মুদ্রা সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় তা তাদের মাঝে অনায়াসে চলতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ মুদ্রা পরখকারী তার মেকিত্ব ঠিকই ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা সমাজে কম। দ্বীনের জন্য মুনাফিক শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর আর কেউ নেই। দ্বীনকে তারা ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে তাদের ভূমিকা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন; তাদের স্বভাব-চরিত্র ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের আলোচনা বার বার করেছেন। কেননা মুনাফিকদের কারণে উম্মাতের উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি হয়; উম্মাতের মাঝে তাদের অস্তিত্ব মানেই ঘরের শত্রু হিসাবে বড় বিপদ ডেকে আনা। তাদের চেনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, যাতে তাদের মত আচরণ মুমিনদের থেকে না হয় এবং তাদের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা হয়। তারা যে আল্লাহ্র পথের কত পথিককে সরল রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা তাদেরকে শয়তানের নিকৃষ্ট পথে নিয়ে গেছে। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু তাদের সে

---

৫১. তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬, সনদ ছহীহ।

Contents

প্রতিশ্রুতি আসলে ধোঁকাবাজি এবং তাদের অনুগ্রহ শুধুই দুর্ভোগ ও ধ্বংস।[৫২]

৩১. গান শোনা :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ 'গান অন্তরে মুনাফিকী উৎপন্ন করে'।[৫৩] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তার কারণ, মুনাফিকীর মূল কথা : মানুষের বাইরের দিক হবে ভেতর দিক থেকে আলাদা। আর গায়ক দু'টি হুকুমের মাঝে অবস্থানকারী। হয় সে গান গাওয়ায় নির্লজ্জ হবে, সে ক্ষেত্রে সে হবে ফাসিক বা পাপাচারী; নয় সে গানের মাধ্যমে ইবাদত-বন্দেগী যাহির করবে, সেক্ষেত্রে সে হবে মুনাফিক। কারণ গানের মধ্যে সে উপর উপর আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা ও আখেরাতের প্রতি টান ফুটিয়ে তুললেও তার মনটা কামনার আগুনে টগবগ করে ফোটে; যে গানের কথা ও সুর এবং বাদ্য-বাজনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অপ্রিয়, তাই তার নিকট প্রিয় লাগে এবং গানের বিষয়বস্তুর প্রতি সে ঝুঁকে পড়ে। তার অন্তর এগুলোতে ভরপুর হয়ে যায়; তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি ভালবাসা এবং অপ্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি ঘৃণার জন্য একটু জায়গাও খালি থাকে না। আর এটাই তো নিরেট মুনাফিকী।

মুনাফিকীর অন্যান্য চিহ্নের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ কম করা, ছালাতের প্রতি আলসেমি এবং তাড়াহুড়া করে ছালাত আদায় করা। ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ গানে আসক্ত ব্যক্তিকে আপনি দেখবেন এসব রোগে আক্রান্ত। তাছাড়াও মুনাফিকী মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর গান চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। কেননা গান খারাপ ও কদর্য জিনিসকে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেখায় এবং তা করতে আদেশ দেয়। অন্যদিকে সুন্দরকে কুৎসিত আকারে তুলে ধরে এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলে। এটাও সরাসরি মুনাফিকী। তাছাড়াও মুনাফিকী হ'ল ধোঁকাবাজি, চক্রান্ত ও প্রতারণার নাম। আর গানের ভিত্তিও এগুলো।[৫৪]

---

৫২. তরীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ ৬০৩।

৫৩. শু'আবুল ঈমান হা/৫০৯৮, সনদ মওকূফ ছহীহ, আলোচনা দ্রঃ যঈফাহ হা/২৪৩০।

৫৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/২৫০।

মুনাফিকী থেকে বাঁচার পথ

একজন মুসলিম নিজকে মুনাফিকী থেকে পূত-পবিত্র রাখতে চাইলে তাকে অবশ্যই সদগুণাবলী ও সৎকর্মে বিভূষিত হ'তে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল :

১. ছালাতের জামা'আতে আগেভাগে হাযির হওয়া এবং তাকবীরে তাহরীমা পাওয়া : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

'যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) জামা'আতে আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফিকী থেকে মুক্তি'।[৫৫]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি (براءة من النار) অর্থ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। যেমন বলা হয়, بَرَأَ مِنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ : خَلَصَ 'অমুক ঋণ ও দোষ থেকে মুক্তি পেয়েছে অর্থাৎ খালাস পেয়েছে। দোষ থেকে তার মুক্তি মিলেছে অর্থাৎ নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। নিফাক থেকে মুক্তি মেলা (براءة من النفاق) প্রসঙ্গে আল্লামা তিবী বলেছেন, ঐ লোকটি তার ছালাতের বদৌলতে দুনিয়াতে মুনাফিকের মত আমল করা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং একনিষ্ঠ মুখলিছের মত আমল করার তাওফীক লাভ করবে। আর আখিরাতে সে মুনাফিকের জন্য বরাদ্দ শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। সে যে মুনাফিক ছিল না তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ বলা হবে মুনাফিকরা যখন ছালাতে দাঁড়াত তখন আলসেমি করত। কিন্তু এই লোকটা ছিল তাদের বিপরীত। মিরকাত গ্রন্থে এমনটাই বলা হয়েছে।[৫৬]

---

৫৫. তিরমিযী হা/২৪১, মিশকাত হা/১১৪৪, সনদ হাসান।
৫৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪০।

২. সদাচার ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ :

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি আচার কোন মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হয় না- সদাচার ও দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান'।[৫৭]

হাদীছটিতে উদ্ধৃত حُسْنُ سَمْتٍ অর্থ কল্যাণের পথের অনুসন্ধান এবং নেককার লোকদের গুণে গুণান্বিত হওয়া, সেই সঙ্গে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবরকম দোষ থেকে দূরে থাকা। وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ বাক্যটি لاَ অব্যয় যোগে পূর্বের বাক্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। কেননা حُسْنُ سَمْتٍ বাক্যাংশটি নেতিবাচক অর্থের অঙ্গীভূত। এজন্যই وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ বাক্যাংশেও لاَ বা নাবাচক অব্যয়টি আগের নাবাচকতাকে জোরদার করেছে মাত্র।[৫৮]

৩. দানশীলতা :

عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا.

আবু মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। একবার আল-হামদুলিল্লাহ উচ্চারণে দাঁড়িপাল্লা (ছওয়াবে) ভরে যায়; আর সুবহানাল্লাহ এবং আল-হামদুলিল্লাহ বলায় আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সমুদয় স্থান (ছওয়াবে) ভরে যায়। (মানুষের জন্য) ছালাত হ'ল আলো, দান হ'ল প্রমাণ এবং ধৈর্য

৫৭. তিরমিযী হা/২৬৮৪, আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন।
৫৮. তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৭৮।

হ'ল জ্যোতি। আর কুরআন মজীদ (ক্বিয়ামতের দিন) হয় তোমার পক্ষে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা তোমার বিরুদ্ধে। প্রত্যেক মানুষ ভোর বেলায় নিজেকে (আমলের নিকট) বিক্রি করে দেয়। তারপর ভাল আমলের মাধ্যমে হয় সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা খারাপ আমলের মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে'।[৫৯]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, দান-ছাদাক্বা দাতার ঈমানের প্রমাণ। কেননা মুনাফিক দান-ছাদাক্বা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে, সে দান-ছাদাক্বায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং যে দান করে সে তার দানের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতা প্রমান করে।[৬০]

৪. রাত জেগে ছালাত আদায় :

কাতাদা (রহঃ) বলেন, মুনাফিক খুব কমই রাত জাগে (قَلَّمَا سَاهَرٍ اللَّيْلَ مُنَافِقٌ)।[৬১] তার কারণ মুনাফিকরা লোকদের দেখিয়ে দেখিয়ে সৎকাজ করতে আনন্দ পায়। নিরিবিলি থাকাকালে তাই সে সৎ কাজ করার উদ্দীপনা অনুভব করে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন রাত জেগে ছালাত আদায় করে, তখন তা তার মুনাফিক না হওয়ার এবং সত্য মুমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

৫. আল্লাহ্র পথে জিহাদ :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যুদ্ধ-জিহাদ না করে অথবা নিজের মনে যুদ্ধ-জিহাদের সংকল্প না করে মারা যাবে, সে মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মারা যাবে'।[৬২]

---

৫৯. মুসলিম হা/২২৩।
৬০. শারহ নববী, মুসলিম ৩/১০১।
৬১. হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৩৮।
৬২. মুসলিম হা/১৯১০।

ইমাম নববী বলেছেন, মুনাফিকরা যুদ্ধে যোগদান না করে বাড়ি বসে থাকে। তাই যে উক্ত হাদীছ মত কাজ করবে সে মুনাফিকদের সদৃশ হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ তরক করা মুনাফিকীর একটি শাখা বা পর্যায়। এ হাদীছ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি কোন কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা করল কিন্তু তা করার আগেই সে মারা গেল, তার ক্ষেত্রে ঐ নিন্দা-সাজা প্রযোজ্য হবে না যা সেই কাজের নিয়ত না করেই মৃত্যুবরণকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৬৩]

৬. বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির করা :

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কথা বেশী বেশী স্মরণ করলে মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কেননা মুনাফিকরা আল্লাহকে কম স্মরণ করে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের এহেন আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً 'তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

কা'ব (রাঃ) বলেন, যে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে সে মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুনাফিকূন-এর উপসংহার টানতে গিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকির/স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে না দেয়। আর যারাই এমনটা করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। মুনাফিকরা আল্লাহ্র স্মরণ সম্পর্কে উদাসীন বনে যাওয়ার কারণে মুনাফিকীর খপ্পরে পড়েছিল। তাই এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের যিকির থেকে উদাসীন বা বেখেয়াল হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

জনৈক ছাহাবীকে খারেজীরা মুনাফিক কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে, তিনি বললেন, 'না, তারা মুনাফিক নয়; কেননা মুনাফিকরা আল্লাহকে খুব অল্পই

৬৩. শারহ নববী, মুসলিম ১৩/৫৬।

স্মরণ করে’। সুতরাং অল্প-স্বল্প যিকর মুনাফিকীর চিহ্ন ও প্রতীক এবং বেশী বেশী যিকরে মুনাফিকীর খপ্পরে পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যিকররত অন্তরকে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকীর পরীক্ষার মুখোমুখি করেন না, এ পরীক্ষা কেবল তাদের জন্য যারা আল্লাহ তা‘আলার যিকরে উদাসীন।[৬৪]

৭. দো‘আ :

জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ার হিমছ শহরে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম, তিনি তাঁর ছালাতের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছেন। যখন তিনি বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ করলেন তখন মুনাফিকী থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর ছালাত শেষ হ’লে আমি বললাম, হে আবুদ্দারদা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! মুনাফিকী নিয়ে আপনার ভাবনা কেন? তিনি অবাক সুরে বললেন, আল্লাহ মাফ কর! আল্লাহ মাফ কর (তিন বার)! বালা-মুছীবতের হাত থেকে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? বালা-মুছীবতের হাত থেকে কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? আল্লাহ্র কসম! একজন মানুষ মুহূর্তের মধ্যে বিপদে পড়তে পারে এবং সেজন্যে তার দ্বীন-ধর্মও ত্যাগ করতে পারে।[৬৫]

৮. আনছারদের ভালবাসা :

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ– ‘ঈমানের নিদর্শন আনছারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফিকীর নিদর্শন আনছারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা’।[৬৬]

৯. আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-কে ভালবাসা :

যির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) বলেছেন, وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ صلى الله عليه

---

৬৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিল আছ-ছাইয়িব, পৃঃ ১১০।

৬৫. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৬/৩৮২, যাহাবী সনদ ছহীহ বলেছেন।

৬৬. বুখারী হা/১৭; মুসলিম হা/৭৪।

وسلم إِلَىَّ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِى إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِى إِلاَّ مُنَافِقٌ– ‘যে মহান সত্তা ফসল উদগত করেন এবং জীবকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দান করেন তাঁর কসম! আমার সপক্ষে নিরক্ষর নবী (ছাঃ)-এর অছিয়ত রয়েছে যে, মুমিন ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না’।[৬৭]

মুনাফিকদের মুকাবেলায় মুসলমানদের ভূমিকা

মুনাফিকদের ক্ষেত্রে কোন ঢিলেমি না করা ফরয। তাদের পক্ষ থেকে আগত বিপদকে খাট করে দেখাও বৈধ নয়। বর্তমানে মুনাফিকরা তো নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগ থেকে বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ ‘মুনাফিকরা আজ নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের থেকেও ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন তারা লুকিয়ে ছাপিয়ে মুনাফিকী করত। কিন্তু আজ প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে তা করছে’।[৬৮] তাদের বিষয়ে মুসলমানদের ভূমিকা হবে নিম্নরূপ :

১. তাদের আনুগত্য না করা :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْماً– ‘হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য কর না। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়’ *(আহযাব ৩৩/১)*।

ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী, তুমি আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় কর। আর তাঁকে ভয় কর, তাঁর নির্দেশিত হারাম থেকে দূরে থাকা ও তার সীমালংঘন না করার

৬৭. মুসলিম হা/৭৮ ‘ঈমান’ অধ্যায়।
৬৮. বুখারী হা/৭১১৩।

মাধ্যমে। আর তুমি ঐ সকল কাফিরের আনুগত্য করবে না যারা তোমাকে বলে, তোমার যেসব ছোট লোক ঈমানদার অনুসারী আছে তোমার নিকট থেকে তাদের হটিয়ে দাও, যাতে আমরা তোমার কাছে বসতে পারি। তুমি ঐ সকল মুনাফিকেরও আনুগত্য করবে না যারা দৃশ্যতঃ তোমার উপর ঈমান রাখে এবং তোমার কল্যাণ কামনা করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তোমার, তোমার দ্বীন এবং তোমার ছাহাবীদের ক্ষতি করতে মোটেও কোন সুযোগ হাতছাড়া করবে না। সুতরাং তুমি তাদের কোন মতামত গ্রহণ করবে না এবং শুভাকাঙ্খী মনে করে তাদের কাছে কোন পরামর্শও চাইতে যাবে না। কারণ তারা তোমার শত্রু। ঐ সমস্ত মুনাফিকের অন্তরে কী লুক্কায়িত আছে আর কী উদ্দেশ্যেই বা তারা বাহ্যতঃ তোমার কল্যাণ কামনা যাহির করছে তা তাঁর ভাল জানা আছে। তিনি তোমার, তোমার দ্বীনের এবং তোমার ছাহাবীদের সহ সমগ্র সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।[৬৯]

২. মুনাফিকদের উপেক্ষা করা, ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দান :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً ‘তুমি মুনাফিকদের এই সংবাদ জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(নিসা ৪/১৩৮)*।

তিনি আরো বলেন,

أُولَـــئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً–

‘এরা হ’ল ঐসব লোক, যাদের অন্তরের লুক্কায়িত বিষয় আল্লাহ জানেন। অতএব আপনি ওদের এড়িয়ে চলুন ও উপদেশ দিন এবং তাদের উদ্দেশ্যে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখুন’ *(নিসা ৪/৬৩)*।

আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে ‘ওরা’ (اولئك) বলতে মুনাফিকদের বুঝিয়েছেন, ইতিপূর্বে যাদের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, হে রাসূল! তাগূতের

৬৯. জামিউল বায়ান ২০/২০২।

কাছে তাদের বিচার প্রার্থনা করা, তোমার কাছে বিচার প্রার্থনা না করা এবং তোমার কাছে আসতে বাধা দানে তাদের মনে কী অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল তা আল্লাহ খুব ভাল জানেন। তাদের মনে তো মুনাফিকী ও বক্রতা লুকিয়ে আছে যদিও তারা শপথ করে বলে, আমরা কেবলই কল্যাণ ও সম্প্রীতি কামনা করি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলছেন, 'তুমি ওদের ছাড় দাও, কায়িক-দৈহিক কোন শাস্তি তুমি ওদের দিবে না। তবে তুমি তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি চেপে বসার এবং তাদের বসতিতে আল্লাহ্‌র মার অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে উপদেশ দাও। তারা আল্লাহ ও তার রাসূল সম্পর্কে যে সন্দেহের দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে সেজন্য যে অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি তারা হবে সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর। আর তাদের নির্দেশ দাও আল্লাহকে ভয় করতে এবং আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিকে সত্য বলে মেনে নিতে'।[৭০]

৩. মুনাফিকদের সঙ্গে বিতর্কে না জড়ানো এবং তাদের পক্ষাবলম্বন না করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيْماً.

'যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/১০৭)*।

আল্লাহ বলেছেন, হে রাসূল! যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পক্ষ নিয়ে তুমি বিতর্ক করবে না। বনু উবাইরিক গোত্রের কিছু লোক এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যাফর গোত্রের তাম'আহ বা বশীর ইবনু উবাইরিক এক আনছারীর বর্ম চুরি করে। বর্মের মালিক নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করে এবং তাম'আহর প্রতি তার সন্দেহের কথা বলে। অনুসন্ধান শুরু হ'লে সে বর্মটি এক ইহুদীর কাছে গচ্ছিত রাখে। পরে তাম'আহ, তার ভাই-বেরাদার ও বনু যাফরের আরো কিছু লোক জোট পাকিয়ে সেই ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে।

---

৭০. ঐ, ৮/৫১৫।

ইহুদীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। কিন্তু তাম'আহর লোকেরা জোরেশোরে বলতে থাকে, এতো শয়তান ইহুদী, সেতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। তার কথা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে? বরং আমাদের কথা মেনে নেওয়া উচিত। কেননা আমরা মুসলমান। এ মোকদ্দমার বাহ্যিক ধারাবিবরণীতে প্রভাবিত হয়ে নবী করীম (ছাঃ) ঐ ইহুদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং অভিযোগকারীকে বনু উবাইরিকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার জন্য সতর্ক করে দিতে প্রায় উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটির প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়।

আসলে যে ব্যক্তি অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে সবার আগে নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ মন ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলো তার কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে সেগুলোকে অযথা ব্যবহার করে তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করে। বিবেক-বুদ্ধিকে দ্বীনের অনুগত না করে বরং আপন খেয়ালখুশির অনুগত করে সে এভাবে নিজের সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

তাই এমন বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ নিতে নবী করীম (ছাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাদের স্বভাব এবং এরূপ আত্মসাৎ ও অন্যান্য হারামের মাঝে বিচরণের মাধ্যমে যারা পাপ-পঙ্কিলতার মাঝে ডুবে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মোটেও ভালবাসেন না এবং পসন্দও করেন না।[৭১]

৪. মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে না তোলা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُوْنَ-

৭১. ঐ, ৯/১৯০।

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ব্যতীত অন্যদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের ক্ষতি করতে আদৌ ত্রুটি করবে না। তারা চায় তোমরা কষ্টে পতিত হও। বিদ্বেষ তাদের যবান দিয়েই বেরিয়ে আসে। আর তাদের বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও মারাত্মক। আমরা তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা বুঝ' *(আলে ইমরান ৩/১১৮)*।

উক্ত আয়াত কিছু মুসলিম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তাদের ইহুদী মুনাফিক বন্ধুদের সঙ্গে গভীর মিতালি রাখত এবং প্রাক ইসলামী যুগে জাহেলিয়াতের যামানায় যেসব কারণে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ইসলাম পরবর্তীকালেও তারা তা নির্ভেজালভাবে অটুট রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদেরকে এমন বন্ধুত্ব রক্ষা করতে নিষেধ করেন এবং একই সাথে তাদের কোন কাজে ওদের থেকে পরামর্শ নিতেও নিষেধ করে দেন'।[৭২]

৫. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালনা এবং কঠোরতা আরোপ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ– 'হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ কর। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস'! *(তওবা ৯/৭৩)*।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে নবী! তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারি ও অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করো। আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তার নবীকে যে আদেশ দিয়েছেন, তার ধরণ নিয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ নবীকে তাদের বিরুদ্ধে হাত, যবান ও অন্যান্য সকল উপায়ে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এমনটাই বলেছেন।

তুমি তাদের উপরে কঠোর হও অর্থাৎ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ভয় দেখানোর মাধ্যমে কঠোর হও।

---

৭২. ঐ, ৭/১৪০।

৬. মুনাফিকদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এবং তাদের নেতা না বানানো :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُولُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ-

বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কোন মুনাফিককে সাইয়্যিদ বা নেতা নামে আখ্যায়িত কর না। কেননা সে যদি সত্যিই (তোমাদের) নেতা হয়, তাহ'লে তোমরা তোমাদের প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবে'।[৭৩]

৭. মুনাফিকদের জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ না করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ.

'তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে তুমি কখনও তার জানাযার ছালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং পাপাচারী অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে' *(তওবা ৯/৮৪)*।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে,

لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنَّا. فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ

---

৭৩. আবুদাঊদ হা/৪৯৭৭; মিশকাত হা/৪৭৮০, সনদ ছহীহ।

لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ). فَنَزَلَتْ (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ-

'যখন মুনাফিকদের দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনু ওবাই মারা যায় তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জামাটা আমাকে দিন, ওটা দিয়ে আমি তাকে কাফন দিব। আর আপনি তার জানাযার ছালাত আদায় করবেন এবং তার জন্য ক্ষমা চাইবেন। তিনি তাকে জামাটা দিয়ে বললেন, কাফন জড়ান শেষ হ'লে আমাকে জানাবে। তিনি কাফন সম্পন্ন করে তাঁকে জানালেন। রাসূল (ছাঃ) তখন জানাযার ছালাতে ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সে সময় ওমর (রাঃ) তাঁকে টেনে ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযার ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেননি? তিনি কি বলেননি, তুমি তাদের জন্য মাফ চাও কিংবা না চাও সবই সমান। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাও তবুও আল্লাহ তাদের মোটেও ক্ষমা করবেন না? তখন অবতীর্ণ হয়- 'হে রাসূল! তুমি তাদের কেউ মারা গেলে কোন দিন তার জানাযার ছালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না'। তারপর থেকে তিনি মুনাফিকদের জানাযার ছালাতে অংশ নেওয়া বন্ধ করে দেন।[৭৪]

শেষ কথা :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুনাফিকীর বিপদ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে। আসলে মুনাফিকী একটি দুরারোগ্য এবং নিন্দনীয় স্বভাব। নবী করীম (ছাঃ) এহেন স্বভাবের অধিকারীকে বিশ্বাসঘাতক, আত্মসাৎকারী, মিথ্যুক ও পাপাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা মুনাফিক মনে যা লুকিয়ে রাখে, বাইরে তার উল্টোটা প্রকাশ করে। সে সত্য বলছে বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে মিথ্যুক। সে দাবী করে আমানত রক্ষা করার, অথচ সে ভালই জানে যে সে আত্মসাৎকারী। সে আরও দাবী করে যে, সে

৭৪. বুখারী হা/৫৭৯৬।

অঙ্গীকার পালনে অত্যন্ত দৃঢ় অথচ সে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। সে তার প্রতিপক্ষকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, অথচ সে ভাল করেই জানে যে সে মারাত্মক অপরাধ করছে। সুতরাং তার স্বভাব-চরিত্রের পুরোটাই ধোঁকা ও প্রতারণার উপর দণ্ডায়মান। এমন যার অবস্থা তার বেলায় বড় মুনাফিক হয়ে যাওয়ার শংকা জাগে। কেননা নিফাকে আমালী বা আমলভিত্তিক মুনাফিকী যদিও ঐসব পাপের অন্তর্ভুক্ত যদ্দরুন বান্দা ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না, তবুও যখন তা বান্দার ওপর জেঁকে বসে এবং তার আচরণকে প্রতারণার জালে আটকে ফেলে তখন আল্লাহ তাকে বড় ও আসল মুনাফিকের খাতায় নাম তুলে দিতে পারেন। তার আমলের শাস্তি হিসাবেই তার অন্তর থেকে ঈমান খারিজ করে সেখানে মুনাফিকীর জায়গা তিনি করে দেন।

আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি- তিনি যেন আমাদের অন্তরের দোষ-ত্রুটিকে সংশোধন করে দেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফিৎনা-ফাসাদ থেকে আমাদের দূরে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।

--o--

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

***

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	নবীদের কাহিনী-১-২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	তাফসীরুল কুরআন- ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	ছালাতুর রাসূল (বাংলা) (ইংরেজী)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	ছালাতুর রাসূল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (বাংলা) (ইংরেজী)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	ইনসানে কামেল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	বিদ‘আত হতে সাবধান	(অনুঃ) মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩১	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২	সূদ (বাংলা) (ইংরেজী)	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৩৩	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ	(অনুঃ) আব্দুল মালেক
৩৪	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী
৩৫	ছহীহ্ কিতাবুদ দো‘আ	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
৩৬	ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৩৭	মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৩৮	হাদীছের গল্প	গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
৩৯	গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান	গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
৪০	যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত	মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
৪১	ইহসান ইলাহী যহীর	নূরুল ইসলাম
৪২	আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম	যুবায়ের আলী যাঈ
৪৩	নেতৃত্বের মোহ	মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
৪৪	মুনাফিকী	মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
৪৫	সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম